প্রভৃতিকে কর্ত্তারূপে উল্লেখ করাতে এই অর্থই প্রকাশ পাইতেছে যে—শ্রীনাম উচ্চারণকারী পুরুষের অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেমন-তেমন করিয়াও যদি কীর্ত্তন-স্মরণাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান হয়, তাহা হইলে তাহাদের নিকটেও যাইও না।

মূলশ্লোকে "চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্" যাহার চিত্তও শ্রীহরির চরণারবিন্দ স্মরণ করে না—এইরূপ যে অঙ্গবিশেষের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ চরণারবিন্দ পদটি ধর্ম্মরাজ শ্রীযম ভক্তিতেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের যে কোনও এক অঙ্গ স্মরণ করিলেই সাধক কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকে, কেবলমাত্র চরণারবিন্দ স্মরণেরই ব্যবস্থা করা হয় নাই। এই প্রসঙ্গে অভক্তগণের "আনয়ন কর" বলিয়া আদেশ করাতে ভক্তগণকে না আনিবারই বিধি করা হইয়াছে। যেহেতুক, অভক্তগণের আনয়নের জন্য নিযুক্ত করাতে ভক্তগণকে আনা স্বতঃই সিদ্ধ হইতেছে। শ্রুতিও বলেন—"বৈবস্বতং সংযমনং প্রজানাম্" ধর্ম্মরাজ যম প্রজাগণের সংযমনকারী।

সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্নিবেশিতং তদ্‌গুণরাগি যৈরিহ।
ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্ স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিস্কৃতাঃ॥

৬।১।১৮॥

শ্রীশুকমুনি পরীক্ষিৎকে কহিলেন—হে বৎস! অল্পপরিমাণে অনুষ্ঠিতা ভক্তিও পাতকীজনকে শোধন করিয়া থাকে। যাহারা একবার হরিগুণে রুচিসম্পন্ন মন শ্রীকৃষ্ণচরণযুগলে নিবেশিত করিতে পারে, তাহারা স্বপ্নেও যম অথবা তাঁহার পাশধারী কিঙ্করগণকে দর্শন করে না। যেহেতুক, ঐ অল্প অনুষ্ঠিত ভক্তিযোগ প্রভাবেই নিখিল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হইয়াছে। এইস্থানে শ্লোকে "তদ্‌গুণরাগি"—এইরূপ মনের বিশেষণ দিবার উদ্দেশ্য কিন্তু সেইসকল ভক্তগণের দৃষ্টিপথে যাইবার সামর্থ্যবিঘাতক ভগবৎস্মরণের প্রভাববিশেষই বুঝাইতেছে। এইস্থানে বাদীর একটি প্রশ্ন উপস্থিত হইবার অবসর এই যে—যে মন হরিগুণে অনুরাগী, সেই প্রকার মন যদি শ্রীকৃষ্ণ-চরণে অর্পিত হয়, তাহা হইলে যম বা তাঁহার কিঙ্করগণ সেই ভক্তগণের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইতে পারে না, এবং তাহাদেরই নিখিল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হয়। তাহা হইলে ধর্ম্মরাজ যম নিজ ভৃত্যগণের প্রতি যে অনুশাসনবাক্য বলিয়াছেন, তন্মধ্যে যে জন একবারও শ্রীহরিনাম করে নাই, তাহাদিগকে আমার পুরীতে লইয়া আইস। এইরূপে উক্তির সামঞ্জস্য কি প্রকারে রক্ষিত হইতে পারে? এইরূপ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য